ন্যুড - স্টাডি

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

আমার অনেক রকম নেশা আছে। বই পড়া, নন্দনে সিনেমা দেখা, গ্রুপ থিয়েটার দেখা, কবিতা লেখা, মদ্যপান করা , বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারা এবং গ্রামে ঘোরা। নারীসঙ্গ আমার নেশার মধ্যে পড়ে না, তবে আমার কাজের মধ্যে পড়ে। আমার বড় নেশা সৃষ্টির নেশা, আমার সবার চেয়ে প্রিয় নেশা। সেই নেশাটি হচ্ছে ন্যুড-ফটো তোলা। ছোটবেলা থেকেই আমি ফটো তুলতে ভালবাসি। আমার বাবা-মা এই কাজে আমাকে উৎসাহ দিতেন! মা চলে যাওযার পর থেকে আমি অনেক কিছু ছাড়তে পেরেছি, কিন্তু এই নেশাটি ছাড়তে পারিনি। আমার মা আমাকে ছেড়ে, বাবাকে ছেড়ে চলে গেছে সুমনদার সাথে। আর এই সুমনদাই আমাকে ফটো তোলা শিখিয়েছেন, স্টিল ফটো। সুমনদা এখন সিনেমার বিখ্যাত ফটোগ্রাফার। সুমনদার জন্যেই আমার মা দুটো সিনেমায় প র্শ্বচরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছে। সুমনদাই প্রথম আমাকে দামি বিদেশি ক্যামেরা উপহার দিয়েছিলেন। মা এবং সুমনদা এখন একসাথে থাকে। কোথ ায় থাকে যথার্থ জানিনা। শুনেছি সরকারি ব্যবস্থায় সল্ট- লেকে ফ্ল্যাট পেয়ে সেখানেই থাকে। বিয়ে করেছে কিনা আমার সঠিক জানা নেই। আমার সাথে অনেক বছর দেখা নেই। আমার প্রগতিশীল বাবা ইংরেজি কাগজে পলিটিক্যাল প্রবন্ধ লেখেন। তিনিও আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন সনু মাথুরের ফ্ল্যাটে। অমি থাকি আমার পিতামহ ও পিতামহীর বাড়িতে বেলঘরিয়ায় যে বাড়িতে আমার বাবা-মা ফুলশয্যার রাত কাটিয়েছিল মৃদু স্বরে গভীর রাতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে শুনতে, গাইতে গাইতে।

এখন আমি বেলঘরিয়া বাড়িতে একা, তবে আমার মধ্যে একাকিত্ব নেই। আমার বেডমে মাথার শিয়রে একমাত্র আমার পিতামহ-পিতামহীর রঙিন ছবি। আ মি এডকোম্পানিতে চাকরি করি এবং ফটোগ্রাফির নেশা নিয়ে মগ্ন থাকি। আমার একজন মডেল আছে। মডেলটির নাম সুমিতা রায়। সুমিতাকে আমি শিয় ালদা স্টেশন থেকে রিক্রুট করি। একদিন ব্যারাকপুর লোকালে যাব বলে স্টেশনে বসে আছি। পাশে ছিল সুমিতা। সুমিতার কোলে গোটানো ছিল বিগশোপ ার ব্যাগ। সুমিতার ফিগারে একটা শৈল্পিক আকর্ষণ আছে। মুখে আছে দেবী ভাব, বড়ই পবিত্র! ফলত বলেই ফেলি, 'খালি ব্যাগ নিয়ে বসে আছেন!' এইটুকু বলতেও আমার অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংকোচ ছিল। তবু বলতে পেরেছি। আমার এই বলতে পারার মধ্যে বিস্ময় ছিল। তার চেয়ে আরও বেশি বিস্ময় ছিল সুমিতারসুস্পষ্ট ভাষণে, 'খদ্দের পেলে কেবিনে যাব। সেখানে বিশ ত্রিশ টাকা পেলে চাল কিনে বাজার করে ঘরে ফিরবো।' সুমিতার উত্তরে কোনরকম জড়তা ছিল না, ছিল কল খুলে দেওয়া প্রথম পাকের মৃদু জলের ধারা। দশটা ভদ্রলোকের মতো একই ধারায় প্র্ন করি ' তোমার স্বামী কাজ করে না? তোম ার কোন সন্তান নেই?' সুমিতা আমাকে এবার ভালভাবে দেখে বলে, 'মধ্যমগ্রাম স্টেশনে আমাদের জুতোর দোকান ছিল। এই ব্যাগে করে কলেজ স্ট্রিট থেকে জুতো আনতাম। স্টেশন থেকে সেই জুতোর দোকান তুলে দিয়েছে। এখনআমার স্বামী অসুস্থ। সকালে দুপুরে একজনের বাড়িতে রান্নার কাজ, বা ড়ির কাজ করি। সন্ধে বেলায় এই কাজ করি।' এই সুমিতাকেমডেলের কাজের কথাটি বুঝিয়ে বলার পর সে সানন্দে রাজি হয় এবং সন্দে বেলার কেবিনের খদ্দের ধরার কাজটি ছেড়ে দিতে চায়।

এইভাবে আমি সুমিতাকে পেয়েছি। ফটোগ্রাফির কাজে কোন মডেল এখনও আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। ন্যুড শব্দটি বোঝাবার পর সুমিতাকে আমি বলেছি, 'আমি সম্পূর্ণ ন্যুড ফটোগ্রাফি করি না।'

আমার পদ্ধতি আলাদা। প্রথমে ক্যামেরা নিয়ে যাই মুখের কাছে, পরে ক্যামেরা নিয়ে যাই শরীরের মধ্য অংশে। তারপর ক্যামেরা নামিয়ে আনি শরীরের নিম্ন অংশে। এররেও শরীরকে আরও টুকরো করি। কখনও হাতের আঙুলের বিভিন্ন মুদ্রা, চোখের চাহনি ঠোঁটের ভাষা, বুকের গঠন, গোড়ালি থেকে পায়ের প াতা -- এসবও ক্যামেরায় ঢুকিয়ে নি। এাবেই শরীরের আলাদা আলাদা অংশগুলি ওয়াশ করে ফেলে রাখি। তারপর সুমিতার এবং কল-গার্লদের (মাঝে ম াঝে কল-গার্লদের ফ্ল্যাটে আমাকে যেতে হয়। এব্যাপারেআমাকে সাহায্য করে আমার পুলিশ অফিসার বন্ধু অলোক) নগ্ন শরীরের ভিন্ন ভিন্ন ওর ওর অংশগুলো জোড়া লাগিয়ে আমার পছন্দ মতো নানা রকম ভঙ্গিতে শৈল্পিক আকার দিতে চেষ্টা করি। কখনও হাতে একটা লাল গোলাপ গুঁজে দি। কখনও কঁ াধে একটা পায়রা বসিয়ে দি। কখনও হাতে ভারতবর্ষের বা কোন রাজনৈতিক পার্টির একটা ছোট পতাকা বসিয়ে দি। একটা আস্ত ন্যুডের পায়ের কাছে একটি হিংস্র জন্তুর মুখ বসিয়ে দি। হিংস্র জন্তুটি হায়েনা হতে পারে বা এমন একটা হিংস্র জন্তুর মুখ হতে পারে যাকে হিংস্রতা ছাড়া চিহ্নিত করা যায় না। সেই ন্যুডিটি তখন আমার একার সৃষ্টি বলে গর্ববোধ হয়, ঈশ্বরের সৃষ্টি থাকে না। আমি এভাবেই ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠি।

একদিন আমি সুমিতার একটি চির- স্মরণীয় ন্যুড তুলতে গিয়ে যখন ক্যামেরাটা মুখের ক্লোজ আপে নিয়ে গিয়েছিলাম, তখন বলেছিলাম, 'স্মাইল প্লিজ'। কিন্তু সুমিতা মুখে হাসি আনতে পারছে না। আমি আরও বলি 'সুমিতা হাসো তবুও সে হাসি ফোটাতেপারছে না। সামান্য একটু হাসি, সোনার নাক ছবির মতো হাসি, সে ঠোঁটের কোনেও আনতে পারছে না। আবার চেষ্টা করি, 'সুমি, স্মাইল প্লিজ, স্মাইল, স্মাইল সুমি। একটু হাসো।' তবুও আমার দামি ক্যামের ার চোখ সুমিতার পাথর খোদাই মুখে হাসি খুঁজে পায় না। অমি ক্যামেরা থেকে চোখ নামিয়ে এনে বলি, 'কি হয়েছে তোমার! একটু হাসতে পারলে না!

সুমিতা বলেছিল, 'আমার একমাত্র ছেলে হাসপাতালে। অপারেশন হবে। এক হাজার টাকা প্রয়োজন। কোথায় পাই এতো টাকা!' অন্য একজন নগ্নিকার এনলার্জড ফটো থেকে হাসিমুখটা কাটছিলাম সুমিতার মুখের জায়গায় বসাবো বলে। কিন্তু অন্য নগ্নিকার মুখে দেবী ভাবটা নেই। সেখানে ফুটে আছে চ াতুর্যের হাসি, ছলনার হাসি, কামনার হাসি। হাসিটা সুমিতার নগ্ন শরীরের সাথে বেমানান ছিল। অমি কাজ করতে করতে বলি, 'আমিতো জানি তোমার স্বামী অসুস্থ। বহুদিন ধরে টিবিতে ভুগছে।' আমার মগ্নতার মুখটা তুলে একবার সুমিতার বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকাই।

সুমিতা নগ্ন শরীরের উপর নাইটি চাপিয়ে বলেছিল 'দুদিন আগে ছেলেটার পেটে দাণ যন্ত্রণা হয়। কাজে যেতে পারেনি। দোকানের মালিক এসে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে।'

হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, 'মায়ের যন্ত্রণা আমি ঠিক বুঝি না সুমিতা। ঠিক আছে, টাকা পেলে হাসবে তো? এক হাজার পারবো না। পাঁচশো দিচ্ছি। নাইটি খোলো। ক্যামেরা নিচ্ছি।'

এরপর আমি সুমনদার দেয়া আমেরিকান ক্যামেরায় সুমিতার অসাধারণ হাসিটা ধরলাম। সুমিতার চোখে মুখে কিন্তু এক আকাশ কালো মেঘের কালো বিষণ্ণতা। সেই কালো মেঘের সামান্য ফাঁকে এক টুকরো মলিন রূপার নাক-ছবির মতো হাসি। তারপর আমেরিকান ক্যামেরা সুমিতার ফরসা বুকে নামিয়ে আনি। বলেছিলাম, 'রূপোর চেনটা গলা থেকে খুলে ফ্যালো।' সেদিন সুমিতা খুলতে চায়নি। বলে, 'ওটা আমার স্বামীর প্রথম উপহার, বিয়ের তারিখে পরি। আজ বিয়ের দিন। 'ঠিক আছে' বলেই আমি ক্যামেরা পাল্টে জাপানি ক্যামেরার চোখ সুমিতার শরীরের মধ্য অংশে নামিয়ে এনেছিলাম। জাপানি ক্যামেরাটা আমার জন্মদিনে আমাকে বাবা দিয়েছিলেন। মধ্য অংশে দেখি কালো কারে একটি মাদুলি ঝুলছে। নাভির তলায় কালো কারটি আমি অন্য দিনের মতো খুলে ফেলতে বলি। সুমিতা বিষণ্ণতায় ডুবে গিয়ে বলে, 'আজ থাক। ছেলে হাসপাতালে, অমঙ্গল হতে পারে।' আমি আর কিছু বলি না। কালো সুতো আর ম াদুলি থেকে ক্যামেরার চোখ সরে আসে। এরপর আমি তৃতীয় ক্যমেরা ব্যবহার করি। বহুজাতিক সংস্থার একটি ক্যামেরা। দিল্লী থেকে মা কিনে এনেছিলেন আমার জন্যে। ক্যামেরার চোখ চলে যায় সুমিতার শরীরের নিচের অংশে। যখন ক্যামেরার চোখ পায়ের গোড়ালির কাছে এসে থামে, তখন নজরে আসে মে টা দাগে আলতা পরা পা। আলতার রঙ ফিকে হয়ে গেছে। আমার কাজে সুমিতা কোনদিন আলতা পরে আসে না। আমি বলেছিলাম 'আলতা পরেছ কেন?' সুমিতা ক্লান্ত পাখির মত উত্তর দেয়,আমাদের বিবাহবার্ষিকী ছিল। প্রতিবছর বিবাহবার্ষিকীর দিন একটা তোলা গরদের শাড়ি বের করে পরি। সেদিন আলতাও পরি। সেজন্য আলতা পরেছি।' আবার আগ্রহ নিয়ে বলি, ' তোমার স্বামীতো অসুস্থ।' সুমিতার উত্তর, 'ঐ তো মনে করিয়ে দিয়েছে বিয়ের দিনটির কথা। আমি গরদের শাড়ি পরে আলতা পায়ে অসুস্থ স্বামীর মাথার শিয়রে বসে কমলালেবুর রস খাইয়ে বিবাহ বার্ষিকী পালন করে এখানে এসেছি।'

সেদিন কথাটা শুনেই মনে হয়েছিল সুমিতার মুখের আরেকটা ছবি তুলবো। সুমিতাকে বললাম, ' তোমার মুখের আরেকটি ছবি তুলবো। তুমি, দুই ভুর ম াঝখানে একটা বড় লাল টিপ পরে এসো।' পিতামহ বেঁচে থাকতে আমার জন্মদিনে পিতামহ আমাকে একটা দেশি ক্যামেরা দিয়েছিল। সেই ক্যামেরায় শুধু সুমিতার চোখ, ভু, লাল টিপ নিয়ে ছবি তুললাম। এবার আমার ফটোগ্রাফির কাজ শেষ। সুমিতার সব পাওনা গন্ডা মিটিয়ে দিলাম। ছেলের অপারেশনের জন্য পাঁচশো টাকা এডভান্স দিলাম। যাবার সময় সুমিতা বলে গেল, 'সামনের সপ্তাহে আসবো না।' আমি আর ওর দিকে না তাকিয়ে উত্তর দিলাম, 'ঠিক অ াছে। সন্তান ঘরে ফিক। তারপর এসো।' আমার মুখ দিয়ে ছেলের পরিবর্তে 'সন্তান' কথাটা অতি সন্তর্পণে বেরিয়ে আসে।

এবার আমার ফটোগ্রাফি - প্রদর্শনী আকাদেমিতে। এর আগে অনেকবার ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী হয়েছে, পুরস্কার পেয়েছি এবং ফটোও বিক্রি হয়েছে। সমালোচন াও পত্র-পত্রিকায় হয়েছে। একটি দৈনিকে লিখেছিল, 'প্রদোষ সান্যালের সৃজনশীল ফটো উলঙ্গ সমাজকে প্রকাশ করে দেয় নির্মমভাবে।' এবারের প্রদর্শনীয় জন্যে সুমিতার শরীরের টুকরোগুলি ওরাশ করি। অন্য মহিলার শরীরের টুকরোগুলি মিশিয়ে ফেলি। সুমিতার ভু দুটির মাঝখানে লাল টিপটা যথাস্থানে রেখে আর অন্যান্য সব শরীরের অংশগুলি জোড়া লাগিয়ে একটি খাপছাড়া নগ্নিকা তৈরি করি। জোড়াগুলি মাপে মাপে লাগাই না। ডান হাতে ভারতবর্ষের ছোট্ট একটা তেরঙা পতাকা গুঁজে দেই। বাঁ পাশে হাঁটুর কাছে রাখি পেপারকাটিং হিস্ত্র হায়েনার মুখ। তারপর আবার সেই সম্পূর্ণ ফটোটার ফটো তুলি, এনলার্জ করি, ওয়াশ করি, শুকোতে দেই। বোর্ডের উপর ক্লিপ আটকে চোখের সামনে রাখি। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি। চোখের পাতা পড়তে চায় না। ত ারপর দিন চলে যাওয়ার মতো আমার স্থিরব্রত দৃষ্টি সুমিতার লাল টিপের কাছে আটকে যায়। তখন সুমিতার মুখটা আর সুমিতার মতো থাকে না। সুমিত াযেন গরদের শাড়ি পরে, কপালে গাঢ় লাল সিদুঁর পরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দেখি ওটা একটা সনাতন মায়ের ছবি হয়ে গেছে। ফটোটার দিব্যমুখের দিকে তাকাতে তাকোতে ভাবি, হয়তো দেবীমুখ থেকে একটা কথা আমি শুনতে পাব, 'এতো পরিশ্রম করছিস খোকা, ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করিস তো'!

ডাক শুনতে পাই না। কথা শুনতে পাই না।

পায়ের কাছে হায়েনার হিস্ত্র মুখটা গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ আওয়াজ তোলে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com